কালের কণ্ঠ

তারিখ 22 FEB 2014 পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

খুদে শিক্ষার্থীরা সকালে এসে দেখে শহীদ মিনারটি নেই

তিন বিদ্যালয়ে মিনার ভাঙচুর

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▶

আগের দিন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অস্থায়ী শহীদ মিনার তৈরি করেছিল খুদে শিক্ষার্থীরা। কিন্তু সকালে ফুল দিতে এসে দেখে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে শহীদ মিনারটি। একুশের রাতে বরগুনা সদর উপজেলার বুড়িরচর ইউনিয়নের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার ভাঙচুরের এ ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলায় এক দিনের ব্যবধানে গত বৃহস্পতিবার রাতে আরেকটি বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার ভেঙে ফেলেছে দুর্বৃত্তরা। আর গতকাল শুক্রবার সকালে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সময় শহীদ মিনার ভাঙচুর করা হয় গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, কুষ্টিয়া জানান, বৃহস্পতিবার রাতে কুমারখালী উপজেলার জগন্নাথপুর ইউনিয়নের মহেন্দ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠের শহীদ মিনার ভেঙে দেয় দুর্বৃত্তরা। এর আগে গত বুধবার রাতে উপজেলার যদুবয়রা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শহীদ মিনারটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল দুর্বৃত্তরা। পর পর দুটি শহীদ মিনার ভাঙচুরের ঘটনায় এলাকায় ক্ষোভ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক সৈয়দ বেলাল হোসেন ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের খুঁজে বের করে আইনের আওতায় আনার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন।

পুলিশ ও এলাকাবাসী জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে এক দল দুর্বৃত্ত মহেন্দ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শহীদ মিনার ভাঙচুর করে পালিয়ে যায়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুর রহিম খান জানান, দুর্বৃত্তদের হামলায় মিনারের স্তম্ভ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত মিনারেই গতকাল সকালে ফুল দিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে শিক্ষক-শিক্ষার্থী। এ সময় ক্ষুব্ধ শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের কঠোর শাস্তি দাবি করেছে। তবে এলাকাবাসীর দাবি, আসন্ন উপজেলা নির্বাচনকে সামনে রেখে এসব শহীদ মিনার ভাঙচুরের ঘটনা পূর্বপরিকল্পিত।

কুমারখালী থানার ওসি মুস্তফের রহমান জানান, এ ঘটনায় পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে না পারলেও অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এর আগে বুধবার রাতে যদুবয়রা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শহীদ মিনার ভাঙচুরের ঘটনায় জড়িত প্রধান আসামি জামায়াতকর্মী শামসুলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি জানান, গাজীপুরের কালিয়াকৈরে বেনপুর বজলুর রহমান উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের শহীদ মিনার ভাঙচুর করে এক দল দুর্বৃত্ত। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পালনের লক্ষ্যে বিদ্যালয় মাঠে নতুন করে শহীদ নির্মাণ করে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। নবনির্মিত ওই শহীদ মিনারে গতকাল সকালে স্থানীয় লোকজন ও বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ফুল দিতে যায়। ফুল দেওয়ার একপর্যায়ে সকাল ৮টার দিকে শহীদ মিনারের সামনে ফুল দেওয়া নিয়ে কয়েক যুবকের মধ্যে হাতাহাতি হয়। এ সময় শহীদ মিনারের তিনটি স্তম্ভ ভেঙে ফেলে কয়েক যুবক। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে ওই যুবকরা দৌড়ে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে রাসেল নামে এক যুবককে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হারুন অর রশিদ। কালিয়াকৈর নির্বাহী কর্মকর্তা মো. হাবিবুর রহমান বলেন, বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে থানার ওসিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বাসস জানায়, বরগুনা সদর উপজেলার বুড়িরচর ইউনিয়নের [illegible] সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে শিক্ষার্থীদের গড়া শহীদ মিনারটি বৃহস্পতিবার রাতে ভেঙে ফেলে দুর্বৃত্তরা। শিক্ষার্থীরা জানায়, প্রতিবছর তারা শহীদ মিনার তৈরি করে সকালে ফুল দিতে আসে। কিন্তু গতকাল সকালে তারা ফুল নিয়ে স্কুলে এসে দেখতে পায় তাদের শহীদ মিনার ভেঙে ফেলা হয়েছে। বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক গোলাম মাওলা জানান, প্রতিবছর বিদ্যালয়ের ছোট ছোট শিক্ষার্থী শহীদ মিনার গড়ে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করে। বরগুনা থানার পুলিশ জানায়, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে দুর্বৃত্তদের খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে।